أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/থ)

www.motaher21.net

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ

মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও,

Ask Allah for His Forgiveness.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-১৯৯

ثُمَّ اَفِیْضُوْا مِنْ حَیْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ

তারপর যেখান থেকে আর সবাই ফিরে আসে তোমরাও সেখান থেকে ফিরে এসো এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

১৯৯ নং আয়াতের তাফসীর:

‘আরাফা মাইদানে অবস্থানের পর ঐ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ

‘আরাফায় অবস্থানকারীদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তারা এখান থেকে মুযদালিফায় যাবে, যেন ‘মাশ’ আরুল হারামের’ নিকট মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে পারে। এটাও তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, কুরাইশরাও সমস্ত লোকের সাথে ‘আরাফায় অবস্থান করবে, যেমন সর্বসাধারণ এখানে অবস্থান করতো। পূর্বে কুরাইশরা তাদের গৌরব ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য মুযদালিফায় অবস্থান করতো এবং অন্যরা ‘আরাফাহ মাঠের সীমার বাইরে যেতো না।

সহীহুল বুখারীতে রয়েছে যে, কুরাইশ ও তাদের মতানুসারী লোকেরা মুযদালিফায়ই থেমে যেতো এবং নিজেদের নাম حمس রাখতো। অবশিষ্ট সমস্ত ‘আরববাসী ‘আরাফায় গিয়ে অবস্থান করতো এবং ওখান হতে ফিরে আসতো। এ জন্যই ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে যে, সর্ব সাধারণ যেখান হতে প্রত্যাবর্তন করতো, তোমরা সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করো। (ফাতহুল বারী ৮/৩৫) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) , মুজাহিদ (রহঃ) , ‘আতা (রহঃ) , কাতাদাহ (রহঃ) ,সুদ্দী (রহঃ) প্রভৃতি মনীষীও এটিই বলেন। (তাফসীর তাবারী ৪/১৮৬, ১৮৭) ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) -ও এই তাফসীরই পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর ওপর ইজমা ‘ রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, যুবাইর ইবনু মুত ‘ঈম (রাঃ) বলেনঃ ‘আমার উট ‘আরাফায় হারিয়ে যায়, আমি উটটি খুঁজতে বের হই। সেখানে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে অবস্থানরত অবস্থায় দেখতে পাই। আমি বলি, ‘এটা কেমন কথা যে, ইনি হচ্ছেন حمس , অথচ ‘হারামের’ বাইরে এসে অবস্থান করছেন।’ (মুসনাদ আহমাদ ৪/৮০, ফাতহুল বারী ৩/৬০২, সহীহ মুসলিম ২/৮৯৪) ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে إِفَاضَة শব্দের ভাবার্থ হচ্ছে প্রস্তর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা হতে মিনায় যাওয়া। (ফাতহুল বারী ১/৩৫) আর اَلنَّاسُ শব্দ দ্বারা ইবরাহীম (আঃ) -কে বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

অতঃপর ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, যার নির্দেশ সাধারণত ‘ইবাদতের পরে দেয়া হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরয সালাত সমাপ্ত করার পর তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। (সহীহ মুসলিম ১/৪১৪) তিনি জনসাধারণকে ‘সুবহানাল্লাহি’ ‘আলহামদুলিল্লাহি’ এবং ‘আল্লাহু আকবার’ তেত্রিশ বার করে পড়ার নির্দেশ দিতেন। (ফাতহুল বারী ২/৩৭৮, সহীহ মুসলিম ১/৪১৭) ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু মারদুআহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ সমুদয় ক্ষমা প্রার্থনার নেতা হচ্ছে নিম্নের এই প্রার্থনাটিঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلِيَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

‘হে মহান আল্লাহ্‌! তুমি আমার রাব্ব, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আমি তোমারই বান্দা। আমি যথাসাধ্য তোমার সাথে কৃত প্রতিজ্ঞা পালনে বদ্ধ পরিকর। আমি যা করেছি তার

খারাপ প্রভাব থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাই। তুমি আমাকে যেসব নি 'য়ামত দান করেছো আমি তা স্বীকার করছি। আমি আমার অপরাধও স্বীকার করছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করো। কেননা তুমি ছাড়া পাপ ক্ষমা করার আর কেউ নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এই দু ' আটি রাতে পাঠ করবে যদি সেই রাতেই মারা যায় তাহলে সে অবশ্যই জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি এটি দিনে পাঠ করবে, যদি ঐ দিনই সে মৃত্যু বরণ করে তাহলে অবশ্যই সে জান্নাতী হবে। (সহীহুল বুখারী-২/৭৫/৬১৭, ১১/১০০/৬৩০৬, ফাতহুল বারী ১১/১০০, সুনান নাসাঈ -৮/৬৭৪/৫৫৩৭, মুসনাদ আহমাদ -৪/১২২,১২৪, ১২৫, মুসতাদরাক হাকিম-২/৪৫৮)

আবূ বাকর (রাঃ) একবার বলেনঃ 'হে মহান আল্লাহ্ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ! আমাকে কোন একটি দু 'আ শিখিয়ে দিন যা আমি সালাতে পাঠ করবো।' রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, আপনি বলুনঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيمُ.

হে মহান আল্লাহ্! আমি আমার নিজের নাফসের ওপর অনেক যুলম করেছি। তুমি ছাড়া পাপমোচনকারী আর কেউ নেই। অতএব হে মহান আল্লাহ্! অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু ও সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী।' (সহীহুল বুখারী-২/৮৩৪ফাতহুল বারী ১৩/৪৮৪, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৮/৪৮, জামি ' তিরমিযী-৫/৫০৭/৩৫৩১, সুনান নাসাঈ -৩/৬০/১৩০১, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১২৬১/৩৮৩৫, মুসনাদ আহমাদ -১/৩, ৭)

হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর সময় আরবে হজ্জের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি ছিল এই যে, ৯ই যিলহজ্জ তারা মিনা থেকে আরাফাত যেতো এবং ১০ তারিখের সকালে সেখান থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় অবস্থান করতো। কিন্তু পরবর্তী কালে যখন ধীরে ধীরে ভারতীয় ব্রাহ্মণদের ন্যায় আরবে কুরাইশদের ধর্মীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন তারা বললো, আমরা হারাম শরীফের অধিবাসী, সাধারণ আরবদের সাথে আমরা আরাফাত পর্যন্ত যাবো, এটা আমাদের জন্য মর্যাদাহানিকর। কাজেই তারা নিজেদের জন্য পৃথক মর্যাদাজনক ব্যবস্থার প্রচলন করলো। তারা মুযদালিফা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতো এবং সাধারণ লোকদের আরাফাত পর্যন্ত যাবার জন্য ছেড়ে দিতো। পরে বনী খুযাআ ও বনী কিনানা গোত্রদ্বয় এবং কুরাইশদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য গোত্রও এই পৃথক অভিজাতমূলক ব্যবস্থার অধিকারী হলো। অবশেষে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর মর্যাদাও সাধারণ আরবদের তুলনায় অনেক উঁচু হলে গেলো। তারাও আরাফাতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। এ গর্ব ও অহংকারের পুত্তলিটিকে এ আয়াতে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে কুরাইশ, তাদের আত্মীয় ও চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোকে এবং সাধারণভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এমন সব লোকদেরকে যারা আগামীতে কখনো নিজেদের জন্য এ ধরনের পৃথক ব্যবস্থা প্রচলনের আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করে। তাদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে, সবাই যতদূর পর্যন্ত যায় তোমরাও তাদের

সাথে ততদূর যাও, তাদের সাথে অবস্থান করো, তাদের সাথে ফিরে এসো এবং এ পর্যন্ত জাহেলী অহংকার ও আত্মম্ভিরতার কারণে, তোমরা সুন্নাতে ইবরাহিমীর যে বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছো সেজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সমস্ত আরাফাই অবস্থানের স্থান এবং উরনা উপত্যকা থেকে বের হয়ে যাও। আর মুযদালফার সমস্ত জায়গাই অবস্থানস্থল এবং আর তোমরা ওয়াদী মুহাস্সার থেকে প্রস্থান করো। আর মক্কার প্রতিটি অলিগলিই যবেহ করার জায়গা এবং আইয়ামে তাশরীকের প্রতিদিনই যবেহ করা যাবে। [মুসনাদে আহমাদ: ৪/৮২]

অন্য হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'কুরাইশ ও তাদের মতানুসারীরা মুযদালফায় অবস্থান করত এবং নিজেদেরকে হুমুস' নামে অভিহিত করতো। আর বাকী সব আরবরা আরাফায় অবস্থান করতো। অতঃপর যখন ইসলাম আসলো তখন আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আরাফাতে যেতে, সেখানে অবস্থান করতে এবং সেখান থেকেই প্রস্থান করতে নির্দেশ দান করেন। এ জন্যই এ আয়াতে মানুষের সাথে ফিরে আসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [বুখারী ৪৫২০, মুসলিম: ১২১৯]

এখানে আল্লাহ তা 'আলা জাহিলী যুগের একটি কু-প্রথার মূলোৎপাটন করেছেন। তিনি বলেন, তোমরা কুরাইশদের মত আরাফা না গিয়েই কেবল মুযদালিফা থেকে ফিরে এসো না বরং লোকেরা যেখান থেকে ফিরে, তোমরা সেখান থেকেই অর্থাৎ আরাফা থেকে মুযদালিফায় ফিরে এসো। এ নির্দেশ দেয়ার কারণ হল- আরাফা হারামের বাইরে। তাই মক্কার কুরাইশরা আরাফা পর্যন্ত যেত না, বরং মুযদালিফা থেকেই ফিরে আসতো। তাই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, কুরাইশগণ এবং যারা তাদের দীনের অনুসারী ছিল তারা (হজ্জের সময়) মুযদালিফাতে অবস্থান করত। কুরাইশগণ নিজেদেরকে ধর্মে অটল বলে দাবি করত। আর অন্য আরবগণ আরাফাতে অবস্থান করত। অতঃপর ইসলামের আগমন ঘটলে আল্লাহ তা 'আলা তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আরাফাতে আসার, সেখানে ওকুফের (অবস্থান করার) এবং এরপর সেখান থেকে ফেরার নির্দেশ দিলেন।

(أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)

আয়াতটি আল্লাহ তা 'আলা এ সম্পর্কেই নাযিল করেছেন। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫২০)

(ثُمَّ أَفِيْضُوْا)

"প্রত্যাবর্তন কর" এখানে ইফাযা বা প্রত্যাবর্তন বলতে মুযদালিফা হতে মিনার দিকে কংকর নিক্ষেপ করার জন্য প্রত্যাবর্তন করা। আর 'মানুষেরা' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইবরাহীম (আঃ)। (তাফসীর ইবনে কাসীর১/৫২৭)

এরপর আল্লাহ তা 'আলা হজ্জের সকল কাজ সম্পাদন করে মিনায় কংকর নিক্ষেপের সময় তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করার কথা বলেছেন।

(كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ)

"যেভাবে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ কর সেভাবে আল্লাহকে স্মরণ কর;" এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, শিশুরা যেমন সর্বদা আব্বা-আম্মা করে, সেরূপ বেশি বেশি আল্লাহ তা 'আলা-কে স্মরণ কর। আবার বলা হয়- আরবের লোকেরা হজ্জ সমাপ্ত করে মিনায় মেলা বসাতো এবং পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব স্মরণ করত। মুসলিমদেরকে বলা হয়েছে- ১০ই যুলহজ্জ কঙ্কর মেরে, মাথা মুণ্ডন করে এবং কাবা তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া সাঈ করে হজ্জ সমাপ্ত করে নেয়ার পর তোমরা তিন দিন মিনায় অবস্থান করবে, সে দিনগুলোতে বেশি বেশি আল্লাহ তা 'আলার যিকির কর। যেমন জাহিলী যুগে তোমরা পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে।

(رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا)

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন" এখানে আল্লাহ তা 'আলা দু' শ্রেণির মানুষের সংবাদ দিচ্ছেন। এক শ্রেণী যারা কেবল দুনিয়া নিয়েই খুশি। তারা কেবল দুনিয়াই চায়, পরকালের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। আল্লাহ তা 'আলা বলেন, তাদের জন্য পরকালে কল্যাণের কোন অংশ নেই। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: কতক গ্রামবাসী মুযদালিফা অবস্থান করে বলত- হে আল্লাহ! এ বছর ভালভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করুন যেন ফসল ভাল হয় এবং ভাল সন্তান দান করুন ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মু' মিনরা উভয় জগতের জন্য দু 'আ করত। তাই তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এ প্রার্থনার মধ্যে ইহজগত ও পরজগতের সমুদয় মঙ্গল একত্রিত করা হয়েছে এবং সকল অমঙ্গল হতে ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

(رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

দু 'আটি বেশি বেশি পড়তেন। (সহীহ বুখারী হা: ৪৫২২) এটাই হল মু' মিনদের বৈশিষ্ট্য।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. হজ্জের সব বিধি-বিধান পালনে সবাই সমান।

২. মিনায় জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় বেশি পরিমাণে যিকির বা আল্লাহ তা ‘আলার স্মরণ করা কর্তব্য।

৩. মু’ মিনগণ উভয় জগতের জন্যই দু ‘আ করবে।

৪. (رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً)

এর ফযীলত জানলাম।